Telepsychiatry
Research &
Innovation Network

অটিজম নিয়ে কিছু কথা

Introduction to Autism

পটভূমিঃ

অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস্ মস্তিষ্কের বিকাশ জনিত এক ধরণের জটিল অবস্থা যেখানে ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ ও আচরণগত কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। অটিজমের লক্ষণগুলো বিকাশকালীন সময় থেকেই দেখা দেয় এবং সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে চলে।

বিভিন্ন বংশগত, পরিবেশগত ও অন্যান্য কারনে গত কয়েক দশকের মধ্যে অটিজমের প্রাদুর্ভাব অনেকগুণ বেড়ে গেছে। আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন(সিডিসি) এর ২০২০ সালের জরিপ অনুযায়ী প্রতি ৫৪ জন শিশুর মধ্যে একজনের অটিজম আছে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় আরও ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে, তাদের মতে প্রতি ৪০ জনের একজনের মধ্যে অটিজম বিদ্যমান। সমাজককল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডিসএবিলিটি ইনফর্মেশন সিস্টেম এর তথ্য অনুযায়ী, ৩১ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৬০,০০০ এর উপরে ব্যক্তি অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হিসেবে তালিকাভুক্ত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বল্প ও অনুন্নত দেশ সমূহের মধ্যে অটিজম সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনায় এখন রোল মডেল। সরকার অটিজম সহ অন্যান্য নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য আইন প্রণয়ন ও তাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেছে। অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় , মাসিক ভাতা, যানবাহনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোটা, স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সহ বহুমুখী কাজ করে চলেছে। আমাদের সবার একটি বিষয় মনে রাখা উচিত যে শুরুতেই অটিজম নির্ণয় করা গেলে ও চিকিৎসা নিলে শিশুর সবচেয়ে বেশী উন্নতি হওয়ার থাকে পাওয়া যায়, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শিশু একদম স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

"প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত: দুটি করে কাব স্কাউট দল
দুটি স্কাউট দল ও দুটি রোভার স্কাউট দল চালু করতে হবে।"
- দেশরত্ন শেখ হাসিনা

অটিজমের মুল উপসর্গঃ

অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে যেসব প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় সেগুলোকে প্রধান দুইটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়ঃ

সামাজিক যোগাযোগে ও সামাজিক কার্যকলাপে ঘাটতি

আচরণ, আগ্রহ ও কাজ সীমাবদ্ধতা ও পুনরাবৃত্তি

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সামাজিক যোগাযোগ এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় একটানা ঘাটতি। এর মধ্যে রয়েছেঃ

- পারস্পরিক সামাজিক আবেগিয় সামর্থ্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘাটতি, উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া শুর" করতে বা প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যর্থতা।
- সামাজিক কথোপকথনের জন্য ব্যবহৃত অ-মৌখিক যোগাযোগমূলক আচরণের ঘাটতি, উদাহরণস্বরূপ, চোখের যোগাযোগ এবং দেহের ভাষাতে অস্বাভাবিকতা বা বোঝার ঘাটতি এবং অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার।
- সম্পর্ক তৈরিতে, বিকাশ, বজায় রাখা এবং বোঝার ক্ষেত্রে ঘাটতি, উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনুসারে আচরণ সামঞ্জস্য করতে অসুবিধা থেকে কল্পনাপ্রসূত খেলা ভাগ করতে বা বন্ধু তৈরিতে অসুবিধা।

আচরণ, আগ্রহ বা কাজ কর্মের এর মধ্যে সীমাদ্ধতা এবং তাদের পুনরাবৃত্তি । যেমনঃ

- ভিন্নভাবে বা পুনরাবৃত্তিমূলক একই ধরণের অঙ্গভঙ্গি বার বার করতে থাকা, একই বস্তুর পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যবহার, অথবা একই কথার পুনরাবৃত্তি অনুর"পতা ও র"টিন কাজগুলো একইভাবে আঁকড়ে থাকা বা কঠিনভাবে অবিচলিতভাবে মেনে চলার প্রবণতা প্রতিদিন একই পথ গ্রহণ করা বা একই খাবার খাওয়া প্রয়োজন।
- অত্যন্ড়সীমাবদ্ধ আগ্রহ এবং সেসব আগ্রহের তীব্রতা বা ফোকাস অস্বাভাবিক হয়।
- ইন্দ্রিয় অনুভুতিগুলোর প্রতি কম বা বেশী সংবেদনশীলতা বা আগ্রহ।

প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪ এর আলোকে অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার এর লক্ষণসমূহ নিরূপঃ

- মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা
- সামাজিক ও পারস্পারিক আচার-আচরণ, ভাববিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজ-কর্মের সীমাবদ্ধতা
- একই ধরণের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি
- শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধিতা বা খিঁচুনী
- এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা এবং একই ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের অসমতা
- অন্যের সাথে সরাসরি চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা
- অতিরিক্ত চঞ্চলতা, উত্তেজনা বা অসঙ্গতিপূর্ণ হাসি-কান্না
- অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি
- একই র“টিনে চলার প্রচন্ড প্রবণতা।

এছাড়াও আরো যে লক্ষণগুলি দেখা যেতে পারে

- নামের প্রতি সাড়া না দেওয়া
- সংকেত বা আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে ভাব প্রকাশের অদক্ষতা
- সমবয়সী বন্ধুদের সাথে মিশতে না পারা বা বন্ধুত্ব তৈরি করতে না পারা
- বিভিন্ন ধরণের সামাজিক পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পারা। যেমনঃ বিয়ের অনুষ্ঠান বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত কান্নাকাটি করা, জেদ করা ইত্যাদি।
- প্রায়ই অন্যান্যরা আদর করলে বা জড়িয়ে ধরলে পছন্দ না করা বা ভালো বোধ না করা
- কল্পনামুলক বা অভিনয়মুলক খেলা না খেলা, যেমন পুতুলের বিয়ে দেওয়া, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ইত্যাদি
- খুব ধীরে বা দেরিতে শব্দ উচ্চারণ করতে শেখা
- একটি শব্দ বা বাক্যের অংশ বার বার বলা ও অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরিতে ব্যার্থ হওয়া
- একই ধরণের কাজ বারবার করা
- কোনো বিশেষ বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ বা আসক্তি অনুভব করা
- অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গির পুনরাবৃত্তি

একা থাকতে পছন্দ করে/সমবয়সীদের সাথে মেলামেশা করতে পছন্দ করে না

অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকারঃ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩(ক) এর আলোকে অটিজম একটি প্রতিবন্ধিতা। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার নিয়ে এ আইন এ যেসব অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা একজন অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তি ভোগ করবেন।

এ আইন এর ১৬ (১) ধারায় যেসব অধিকারের কথা তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলের বিধিবিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত অধিকার থাকিবে, যথাঃ

(ক) পূর্ণমাত্রায় বাঁচিয়া থাকা ও বিকশিত হওয়া;
(খ) সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা;
(গ) উত্তরাধিকার প্রাপ্তি;

(ঘ) স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্য প্রাপ্তি;
(ঙ) মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্ড়ন বা পরিবারের সহিত সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন;
(চ) প্রবেশগম্যতা;
(ছ) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ;
(জ) শিক্ষার সকল স্ড়রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ;
(ঝ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি;
(ঞ) কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থাকিবার, অন্যথায়, যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি
(ট) নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তি;
(ঠ) প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তি;
(ড) শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রেপ্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা (ৎবধংড়হধনষব ধপপড়সসড়ফধঃরড়হ) প্রাপ্তি;
(ঢ) শারীরিক, মানসিক ও কারিগরী সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইবার লক্ষ্যে সহায়কসেবা ও পুনর্বাসন সুবিধা প্রাপ্তি;

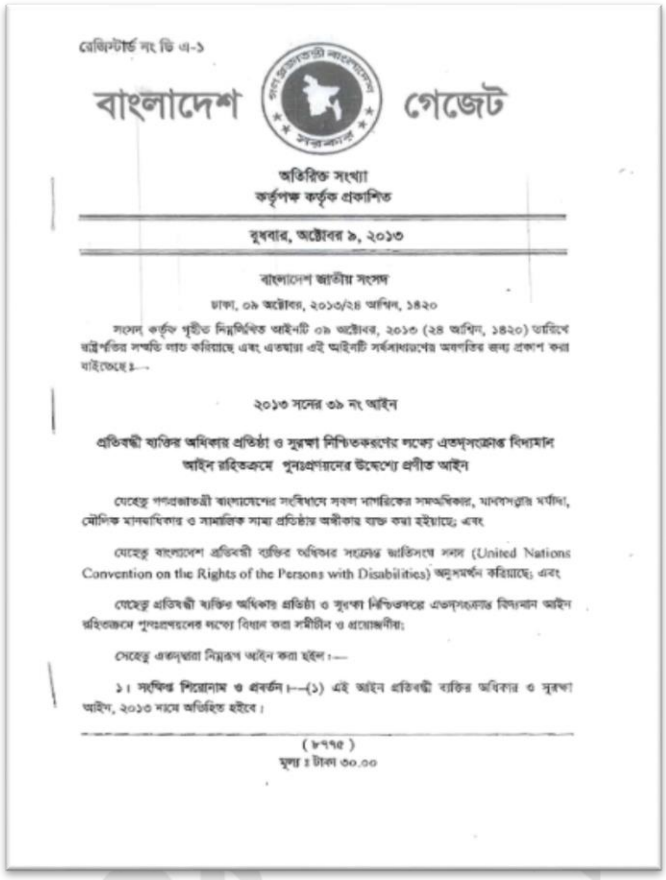

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ৯, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৯ অক্টোবর, ২০১৩/২৪ আশ্বিন, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৯ অক্টোবর, ২০১৩ (২৪ আশ্বিন, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমঅধিকার, মানবসত্তার মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (United Nations Convention on the Rights of the Persons with Disabilities) অনুসমর্থন করিয়াছে; এবং

যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(৮৭৭৫)
মূল্য : টাকা ৩০.০০

(ণ) মাতা-পিতা বা পরিবারের উপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাতা-পিতা বা পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বা তাহার আবাসন ও ভরণ-পোষণের যথাযথ সংস্থান না হইলে, যথাসম্ভব, নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসন;
(ত) সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাে অংশগ্রহণ;
(থ) শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী, যথাসম্ভব, বাংলা ইশারা ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণ;
(দ) ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা;
(ধ) স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা;

(ন) জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্ড়র্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ; এবং
(প) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন অধিকার।

(২) কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উপ-ধারা (১) এ উলিণ্টখিত অধিকার সংক্রান্ড় বিষয়ে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কোন প্রকারের বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারিবে না।

এ ছাড়াও এই আইনের ধারা-৩২ এ গণপরিবহনে আসন সংরক্ষণ, ধারা-৩৩ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভর্তি সংক্রান্ড় বৈষম্যের প্রতিকার, ধারা- ৩৪ এ গণস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশিচতকরণ এবং ধারা -৩৭ এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য ও অবিচার করা হলে সেসব অপরাধ ও তাদের দ- নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও বিস্ড়ৃরি এই লিঙ্কে যাওয়া যেতে পারে (যঃঃঢ়://নফষধিং.সরহষধি.মড়া.নফ/ধপঃ-১১২৬.যঃসষ)

২০১৩ সনে্লায়ুবিকাশ জনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রণয়নের মাধ্যমে ট্রাস্ট স্থাপনের পর সরকার ২০১৪ সনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করে যা নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের জীবমান উন্নয়নে ট্রাস্ট বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। উক্ত আইন অনুযায়ী ১) অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস; ২) ডাউন সিনড্রোম; ৩) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা এবং ৪) সেরিব্রাল পালসি এই চার ধরণের প্রতিবন্ধিতা কে নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা হিসাবে উলেণ্টখ করা হয়েছে।

অটিজম নিয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচলিত ভুল ধারণা ও বাস্ড়বতাঃ

অটিজম নিয়ে আমাদের অনেকের মধ্যে বেশ কিছু ভ্রান্ড়ধারণা রয়েছে। সেসব ভ্রান্ড়ধারণা দূর করার জন্য এর বাস্ড়বতা, তথা সঠিক তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন।

ভ্রান্ড়ধারণা	বাস্ড়বতা
▪ অটিজম কোন প্রতিবন্ধীতা নয়	▪ আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩(ক) এর আলোকে অটিজম একটি প্রতিবন্ধীতা
▪ শুধু ছেলেশিশুদেরই অটিজম হয়	▪ মেয়ে শিশুদেরও অটিজম হতে পারে। বাস্ড়বে দেখা যায়, যেকোনো জাতি, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বয়সভেদেই অটিজম হয়ে থাকে। যদিও ছেলেদের মধ্যে অটিজম এর প্রাদুর্ভাব ২-৪ গুণ বেশী।
▪ বাবা-মায়ের পাপের কারণে সন্ড়ান প্রতিবন্ধী হয়	▪ কোন পাপের কারণে নয়, বরং বিভিন্ন বংশগত, পরিবেশগত ও অন্যান্য কারনে অটিজম দেখা দেয়। তবে প্রতিবন্ধিতার কারণ যাই হোক না কেন এগুলির ওপরে বাবা-মার কোনো হাত নেই। তাই সন্ড়ানের প্রতিবন্ধীতার জন্য কোনভাবেই বাবা-মাকে দোষারোপ বা দায়ী করা যাবে না।
▪ অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সকলেরই বিশেষ কোনো দক্ষতা থাকে	▪ অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কিছু কিছু ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ কোনো গুণ বা দক্ষতা থাকতে পারে, কিন্তু সকলের মধ্যেই বিশেষ কোনো গুণ বা দক্ষতা থাকবে তা ঠিক নয়।
▪ অটিজম বা যেকোনো এনডিডি হওয়া মানে শিশুটি পাগল	▪ অটিজম বা যেকোনো এনডিডি হওয়া মানে শিশুটি পাগল নয় বরং সম বয়সী অন্য শিশু থেকে ভিন্ন।
▪ বড় হওয়ার সাথে সাথে অটিজম ভালো হয়ে যায়	▪ অটিজম একটি জীবনব্যাপী প্রতিবন্ধকতা। তবে কম বয়সে এটি সনাক্তকরণ ও যথাপোযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে আনা সম্ভব।